খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 56 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 22 August, 2025 ● ৫ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

জনকল্যাণমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠক

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। জনগণের সার্বিক কল্যাণে রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরহিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই বৈঠকে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির কার্যক্রমের বিস্তারিত পর্যালোচনা করে কোথায় কোথায় ঘাটতি রয়েছে, তা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসক, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি সহ একাধিক বিধায়ক। এই বৈঠকে রাজ্যের সকল জেলায় চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি, আরো বেশি করে আনুষাঙ্গিক জনকল্যাণমুখী কাজের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পর্যায়ক্রমে সকল জেলার জেলাশাসক, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক, বিধায়কদের নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে জোর চর্চা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে বিভিন্ন জেলাশাসক তাঁদের জেলার চলমান কাজের অগ্রগতি ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি জেলার কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন যেন উন্নয়নের গতি আরও বাড়ানো যায়। এছাড়া, সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুফল দ্রুত পৌঁছে দিতে প্রশাসনিক কার্যকারিতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার উপরও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বৈঠককে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, সরকারের উন্নয়নমূলক অঙ্গীকারের বাস্তবায়নে এই ধরণের উদ্যোগ অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ।

অর্থের নেশায় দিশাহীন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর বদরুজ্জামান

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলার গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত ঊনকোটি, হীরাছড়া ও দেওড়াছড়া এডিসি ভিলেজে রাবার প্লান্টেশন প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে। বিষয়টি নিয়ে মুখ্য সচিবের দ্বারস্থ হয়েছে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি। এই নিয়ে সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান জানান, ভিলেজ কমিটি না থাকায় রেগা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের অনুমোদনের দায়িত্ব সমিতির উপর বর্তায়। কিন্তু এই সুযোগে দপ্তরের কিছু আধিকারিক ও স্থানীয় প্রভাবশালী নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে অনিয়ম করছে। তাঁর দাবি, যেখানে তিনটি ভিলেজে মোট পাট্টা প্রাপক পরিবার রয়েছে ৭৮৬টি, সেখানে বেনিফিশিয়ারি করা হয়েছে ৭৯৯ জনকে। এমনকি একাধিক পরিবারের সদস্যদের একাধিকবার বেনিফিশিয়ারি করা হয়েছে। বরাদ্দও অদলবদল করে অন্য ভিলেজে পাঠানো হয়েছে। বদরুজ্জামান অভিযোগ করেন, জেলা শাসকের নির্দেশে রেগার টাকাও ব্লক থেকে কেটে জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসে পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে মুখ্য সচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে সমিতি। এদিন তিনি কড়া ভাষায় বলেন, "ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর অর্থের নেশায় দিশাহীন হয়ে উঠেছে। পাহাড় সমান ঘোটালার সত্য সরকার যেন অবিলম্বে তদন্তের মাধ্যমে উন্মোচন করে।"

মেয়েদের শিক্ষা আত্মনির্ভরতার চাবিকাঠি: কৃষিমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন করলেই হবে না, ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সহপাঠ কার্যকলাপে যুক্ত হতে হবে এবং সর্বাগ্রে ভালো মানুষ হতে হবে। আজ মোহনপুর বিধানসভা এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী আরো বলেন, ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিখতে হবে, যাতে তারা দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে। চাকরি না থাকলেও শিক্ষার্থীরা যেন রোজগারের পথ বের করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দও একই কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, একসময় মোহনপুর বিধানসভায় কেবলমাত্র একটি বিদ্যালয় ছিল যেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হতো। এরপর তাঁকে আগরতলায় গিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়েছিল। তখন শিক্ষার পরিকাঠামো এত উন্নত ছিল না। মন্ত্রী বলেন, স্বামীজির বাণী অনুযায়ী, মেয়েদের অবশ্যই এমন কিছু শিখতে হবে যাতে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। মেয়েদের শিক্ষিত করা হলে তারা নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারবে। তিনি আরও বলেন, নিজের ক্যারিয়ার ও জীবন কিভাবে গড়ে তুলবেন তা আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শিক্ষকরা আপনার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন না। আজকের দিনে জ্ঞানই সবচেয়ে বড় শক্তি। যে দেশে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান, সেই দেশই সবচেয়ে উন্নত দেশ। বর্তমানে জ্ঞান নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে। একসময় কোনো শিক্ষা নীতি ছিল না, এখন আমাদের নতুন শিক্ষা নীতি আছে যা ইতিমধ্যে ১১টি দেশ গ্রহণ করেছে। যদি কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইপিএস বা আইএএস হন কিন্তু ভালো মানুষ না হন, তবে তার কোনো মূল্য নেই। তিনি বলেন একসময় মানুষের মধ্যে ধারণা ছিল যে ডাক্তার বেকার হতে পারে? এমন মানসিকতা রাজ্য ও দেশকে বহুদিন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একজন ছাত্রছাত্রীকে অবশ্যই ভালো মানুষ হতে হবেআধ্যাত্মিক, আবেগপ্রবণ ও আত্মনির্ভরশীল। মন্ত্রীর কথায়, ''সমস্ত শক্তি তোমাদের ভেতরেই আছে। তোমরা চাইলে সব কিছু করতে পারবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই প্রকৃত শিক্ষা অর্জন হবে। ডিগ্রির পাশাপাশি সহপাঠ কার্যকলাপও জরুরি।"

কেন্দ্র সরকার প্রদত্ত এফআরএস প্রক্রিয়া বাতিলের দাবীতে অঙ্গনওয়ারী ওয়ার্কার্স

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। ত্রিপুরা অঙ্গনওয়ারী ওয়ার্কার্স এন্ড হেল্প ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সরকার প্রদত্ত এফআরএস প্রক্রিয়া বাতিলের দাবীতে এক বিক্ষোভ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয় সিআইটিইউ অফিস প্রাঙ্গনে। ২১শে আগস্ট দিনটিকে এই আইন মোতায়েনের জন্যে কালো আইন বলে আখ্যা দিয়ে এই বিক্ষোভ দেখানো হয়। এফআরএস প্রক্রিয়ায় অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন আধিকারিক দের সাথে যোগাযোগ বাবত সরকারি ভাবে মোবাইল ফোন প্রদান করা হয় কর্মীদের। কিন্তু সেই মোবাইল ফোন নিয়েও তারা এখন নানাভাবে সমস্যার সম্মুখীন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাপে পরে নাজেহাল অবস্থা তাদের। সরকারি ভাবে নাম কা ওয়াস্তে যে এনড্রয়েড মোবাইল দেওয়া হয়েছে তা কিছুদিন পরেই নষ্ট হয়ে যায় বলে অভিযোগ। মোবাইল দিলেও তার রিচারজ বাবদ টাকা দেওয়া হয়না। এই মোবাইল যোগে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ করতে হয়। অনেকে সেখাত্রে মোবাইল চালাতে গিয়েও সমস্যার মুখে পড়েন। তাই এই প্রক্রিয়া নিয়ে এক রাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এদিন প্রতিবাদে সামিল হন তারা। এদিনের কর্মসূচী তে উপস্থিত ছিলেন নারী নেত্রী পাঞ্চালী ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

মন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র নলছড়ে রাস্তার বেহাল দশায় চিন্তা জনমনে

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। সবে মাত্র নলছর বিধানসভা থেকে মন্ত্রিত্ব লাভ করেছেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ। এলাকা বাসী একদিকে আনন্দিত হবার পাশাপাশি মনে বহু আশা নিয়ে বসে আছেন যে তাদের এলাকার আমূল পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হবে এবার। কিন্তু তা বাস্তবে কতটা হবে সেটা নিয়ে দ্বন্দ্ব। এলাকায় কিছু শাসক দলীয় মাতব্বর উন্নয়নের কাজে বরাবরই বাঁধা দিয়ে আসছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। নলছড়ের বড়দোয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। সংশ্লিষ্ট পারি পাশকি জনদুর্ভোগ চরমে ঠেকলেও বেহাল রাস্তা ঘাট সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। বড়দোয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ড এবং ৪ নং ওয়ার্ডে কম করেও দুই শতাধিক পরিবারের বসবাস। এই দুইটি ওয়ার্ডে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পৃথক দুটি ইট সলিং রাস্তায় বর্তমানে ইটের কোন অস্তিত্ব নেই এখন, সামান্য বৃষ্টিতে জলকাদায় একেবারে একাকার হয়ে উঠেছে। চরম ভোগান্তির শিকার স্থানীয় মানুষ। পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের ভাবখানা এমন যেন, তেমন কোন সমস্যাই না। এমনভাবে দিন কাটাচ্ছেন ওখানকার পরিবারগুলো। এমনকি নলছর ব্লক প্রশাসন ও কোন গুরুত্ব দিতে নারাজ। জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার বিষয়টি বিজেপি জোট সরকারের কাছে রয়েছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তি লাভা লাভের স্বার্থ জড়িত না থাকলে মানুষের কোন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন পঞ্চায়েত সদস্য রাও। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেও নলছরের বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়ন আঁটকে আছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। উপরন্তু নলছর মণ্ডলের মাতব্বর সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ও কান পাতলেই নানা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে মন্ত্রীর এলাকায় অনুন্নয়নের ছাপ থাকার পেছনে দলেরই একাংশের হাত বলে অভিযোগ উঠছে। এখন দেখার বিষয় এই নিয়ে প্রশাসন এবং মন্ত্রী বাহাদুর অতিসত্বর কোনো পদক্ষেপ নেন কিনা।

জীবন যুদ্ধে পরাজয় নিয়েই ওপারে পাড়ি দিল ছোট্ট কৃষ

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। মাত্র পাঁচ বছরের নিষ্পাপ শিশু কৃষ দাস ব্লাড ক্যান্সারের বিরুদ্ধে জীবনযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল। বৃহস্পতিবার ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। শোকের ছায়া নেমে এসেছে চাকমাঘাটের এক জীর্ণ কুঁড়েঘরে। শিশু কৃষের পরিবার যেন দুর্ভাগ্যের প্রতীক। পিতা বিশ্বজিৎ দাস শতভাগ মুখবধির প্রতিবন্ধী একজন জেলে, মা বাসন্তী সাহা (দাস) ৭৫ শতাংশ মানসিক প্রতিবন্ধী। খোয়াই নদীতে মাছ ধরা ছিল সংসার চালানোর একমাত্র উপায়। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারটির কাছে লাখ টাকার চিকিৎসা ছিল কল্পনারও বাইরে। কিছুদিন আগেই আমরা খবর করেছিলাম, এই হতভাগা মা বাপের ছোট্ট শিশু পুত্র কৃষ দাস ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। খবর টুকু রাজ্যের প্রশাসন তথা জনদরদি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই মোতাবেক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা শিশুটির চিকিৎসার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। চিকিৎসাও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যু তাকে কেড়ে নিল। কৃষের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বৃহস্পতিবার চাকমাঘাটে কৃষের বাড়িতে উপস্থিত হন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সঙ্গে ছিলেন মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাসসহ অন্যান্যরা। কৃষের মৃত্যু তে শোক ব্যক্ত করে তার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী।

বিশালগড়ে মাদ্রাসার ভেতরে আত্মঘাতী নির্যাতিত ছাত্র

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। মাদ্রাসায় নির্যাতনের স্বীকার হয় আত্মঘাতী হল এক ছাত্র। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় উত্তর রাউৎখলা মাদ্রাসায় ঘটে এই ঘটনা। ছাত্রের নাম নাজমুল রহমান বয়স ১৫ , বাবার নাম হরিলোল রহমান বাড়ি রাউৎখলা এলাকায়। তার উপর প্রতিনিয়ত নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করত মাদ্রাসার কর্মকর্তারা এমনটাই অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার দুপুরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ১৫ বয়সের ছাত্র নাজমুল রহমান। পরবর্তী সময়ে মাদ্রাসার কর্মকর্তারা আহত নাজমুল রহমানকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর আগরতলা জিবি হসপিটালে রেফার করে দেয়। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে উত্তর রাউৎখলা মাদ্রাসার কর্মকর্তারা মুখ খুলতে নারাজ। এখন দেখার বিষয় উক্ত বিষয়ে প্রশাসন কি ভূমিকা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য এর আগেও এই মাদ্রাসায় একটি ছাত্র গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল।

নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য আমতলী থানার পুলিশ কিন্তু অভিযুক্ত নেশা ব্যবসায়ী ফেরার

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। নেশা বিরোধী অভিযানে সফল হলেও অভিযুক্ত ফেরার। জানা গেছে গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে আমতলীর এসডিপিও পারমিতা পান্ডে এবং আমতলী থানার সেকেন্ড অফিসার মৃণাল কান্তি পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ফুলতলী মতিনগর এলাকার মঙ্গল মিয়ার বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখানে অভিযান চালিয়ে মঙ্গল মিয়ার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে, তবে নেশা ব্যবসায়ী মঙ্গল মিয়া পলাতক বলে জানিয়েছে আমতলী থানার পুলিশ। এর আগেও ফুলতলী মতিনগর এলাকা থেকে একাধিক বাড়ি থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট এবং পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। উল্লেখ্য ফুলতলী মতি নগর এলাকার আবু সালেম ভূঁইয়া গোটা

এলাকায় নেশা ব্যবসার মূল মাস্টারমাইন্ড বলে অভিহিত। গত বছর ও তার বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী এবং অত্যাধুনিক পিস্তল উদ্ধার হয়েছিল, তার সাথে জড়িত ছিল আবু সালেম ভূঁইয়ার ছেলেও। সেই একই ভাবে বুধবার বিকেলে অভিযান চালায় আবু সালেম ভূঁইয়ার বাড়ির নিকট মঙ্গল মিয়ার বাড়িতে এবং সেখানেও পুলিশ সাফল্য পায়। পুলিশ এই ব্যাপারে বুধবার রাতেই মঙ্গল মিয়ার বিরুদ্ধে এনডিপিএস মামলা নথিভুক্ত করে নেশা ব্যবসায়িক মঙ্গল মিয়াকে জালে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছে আমতলী থানার পুলিশ। আমতলীর থানার পুলিশের ধারণা মতিনগর এরকমভাবে প্রায় বাড়িতেই নেশা সামগ্রী রয়েছে এবং যাদের বাড়িতে নেশা সামগ্রী উদ্ধার হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় আমতলির এসডিপিও পারমিতা পান্ডে মঙ্গল মিয়ার বাড়ি থেকে নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারের ঘটনায় বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন সরকারিভাবে।

৯ দফা দাবী নিয়ে ঊনকোটি তে তৃনমূল কংগ্রেসের ডেপুটেশান

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলায় তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক ডেপুটেশান প্রদান করা হল জেলা শাসকের অফিসে। মূলত ৯ দফা দাবীর ভিত্তিতে এই ডেপুতেশান জলা দেওয়া হয়েছে। মূলত ভগবান নগরগ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা দীর্ঘ দিন যাবত পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন। সমস্ত কিছু জেনেও কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছেন না জেলা শাসক। উনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমচ্ছেন এমনটাই অভিযোগ তৃনমূল নেতৃত্বদের। অতিসত্বর এই সমস্যা নিরসনের দাবী জানিয়েছে এদিন তৃনমূল। এছাড়াও ডাক বাংলা টু রাঙ্গাউটি যাবার রাস্তাটির দীর্ঘ দিন যাবত বেহাল দশা। সম্প্রতি রাস্তাটি সংস্কার করার জন্যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, টেন্ডার হয়েছে এবং কাজ ও শুরু হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় কোনো এক শাসক দলীয় নেতার অঙ্গুলি হেলনে নিম্ন মানের কাজ করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। যার ফলে স্থানীয়রা সঙ্গবদ্ধ হয়ে রাস্তা ও অবরোধ করেছেন। এইনিয়েও এদিন ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তৃনমূল নেতা। অতি দ্রুত এই কাজ পুনঃরায় চালু করে সঠিক ভাবে কাজ করানোর দাবী জানিয়েছেন তৃনমূল কংগ্রেস।

অনলাইন গেমিং নিয়ে নয়া বিল হয়েছে চিন্তার নতুন কারণ

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। অনলাইন গেমিং এর উপর আনা হল এবার নয়া বিল। লোকসভার পর রাজ্য সভাতেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ হয়ে গেছে এই বিল। অমান্য কারীদের দিতে হতে পারে কোটি টাকা অব্দি জরিমানা, সঙ্গে থাকবে জেলের সাজা। কি এই বিল, কেন আনা হল এই বিল আর এতে কাদেরই বা হবে লাভ কিংবা লোকসান ? ভারত সহ গোটা বিশ্বে গেমিং এর একটি আলাদা মাত্রায় জনপ্রিয়তা রয়েছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সেই গেমিং প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে অনলাইনে। রোজ কোটি কোটি খেলোয়াড় অনলাইন গেমিং এর সাথে যুক্ত থাকছেন। অনেকেই অবসর সময় গেমিং এর মধ্যে অতিবাহিত করতে পছন্দ ও করেন। তবে এই নতুন বিল তাদের জন্যে কি গেমিং এর ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারে, বন্ধ হয়ে যেতে পারে কি অনলাইন গেমিং ? সেই প্রশ্নই বার বার উঠে আসছে। বুধবার 'দ্য প্রোমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং বিল, ২০২৫' শীর্ষক এই বিলটি পাশ করানো হয়েছিল লোকসভায়। বৃহস্পতিবার সংসদের উচ্চ কক্ষ তথা রাজ্যসভায় বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রের ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বিতর্ক ছাড়াই এদিন ধ্বনিভোটে পাশ হয় বিলটি। তবে সংসদের দুই কক্ষেই বিলটি পাশ হয়ে যাওয়ায় কেবল রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করলেই আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন আইন বলবৎ হয়ে যাবে। এই বিলে অনলাইন গেমিং বন্ধের কথা উল্লেখ হয়নি। বরং বিলে 'অনলাইন গেমিং'-কে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে খেলা হয় কিংবা টাকার বিনিময়ে গড়াপেটা করা হয়, সেগুলিকে নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ব্যাঙ্ক এবং অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক লেনদেনে যুক্ত অনলাইন গেমের জন্য তহবিল স্থানান্তর বা সহায়তাতেও বিধিনিষেধ জারির প্রস্তাব রয়েছে নয়া বিলে। উল্লেখ্য , গত কয়েক বছর ধরেই ভারতে অনলাইন গেমিং শিল্পকে একটি উদীয়মান ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হচ্ছে। তবে তার পাশাপাশি এই গেমিং কে ঘিরে বেশ কিছু অভিযোগ ও ঠে এসেছে। অনলাইন গেমিং এর ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে আর্থিক লেনদেন এর মধ্যে দিয়ে খেলা হয় এমন বহু জায়গায় কোটি কোটি টাকা হারিয়েছেন বহু প্লেয়ার। আর সেই অভিযোগ থেকেই এই অনলাইন গেমিং এর উপর নয়া বিল আনতে এক প্রকার বাধ্য হয়েছে সরকার। জানা যায়, অনলাইন গেমে বাজি ধরার নেপথ্যে প্রতি মাসে ভারতে গড়ে ১০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। তাই গত কয়েক বছরে গেমিং শিল্পে ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বহু ছোট-বড় সংস্থা। অনলাইন গেমিং এ অর্থ ঢালার বিষয় টিকে সরাসরি 'জুয়া' বলা যায় না। ব্রিটেন, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলিতেও অনলাইন গেমিং খুবই জনপ্রিয়। তবে তা নিয়ে বিস্তর কড়াকড়িও রয়েছে। কেওয়াইসি, বিজ্ঞাপন ও প্রচারের নানা নিয়ম রয়েছে। সে সব মানলে তবেই ব্যবসার ছাড়পত্র মেলে। ফলে অনলাইন গেমিংয়ের উপর সার্বিক নিষেধাজ্ঞা জারি না করে বিকল্প ব্যবস্থাগুলি ভেবে দেখা যেত বলেও মত প্রকাশ করেছিলেন বিশেষজ্ঞ এবং বণিকমহলের একাংশ। তবুও কেন এমন পদক্ষেপ? সরকারি সূত্রের দাবী আবারো একটাই , অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে বিপুল পরিমাণ টাকার লেনদেন নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই নানা অভিযোগ উঠছিল। বহু মানুষ এই সমস্ত গেম খেলে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছিলেন। এমনকি, কোনও কোনও সময় ব্যবহারকারীর অজান্তেও টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে সাম্প্রতিক সময়ে। বৃহস্পতিবার বৈষ্ণব পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মে অংশ নিয়ে দেশের অন্তত ৪৫ কোটি মানুষ টাকা খুইয়েছেন। এই আবহে পাশ হওয়া নতুন বিলে অনলাইন গেমিং পরিচালনা করলে এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং তিন বছর পর্যন্ত জেলের সাজার প্রস্তাব রয়েছে।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ৫ ভাদ্র, ১৪৩২ বাংলা

দেবীর গমন এবারে শুভ নাকি অশুভ ?

দেবী পক্ষের সূচনায় আর মাত্র কিছু দিনের অপেক্ষা। হাতে গোনা আর মাত্র কটা দিন। এর পরেই দিকে দিকে সিউলি ফুলের ঘ্রাণে আর শরতের হিমেল পরশ বয়ে আনবে দেবী পক্ষের সূচনার আবহ। তবে জানেন কি , এবছরে দেবীর আগমন হতে চলেছে কোন বাহনে করে ? ২১শে সেপ্টেম্বর , মহালয়া তিথি। আর ২৮ শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এবারের দুর্গা পুজো। প্রতি বছর পুজোর সময় এগোলেই যে প্রশ্নটি সবার মনে ঘুরপাক খায় তা হচ্ছে , দেবী এবার কোন বাহনে করে আসছেন ? তার ফলই বা কিরকম, শুভ নাকি অশুভ। শাস্ত্র অনুযায়ী এবছরে দেবীর আগমন হতে চলেছে গজে। অর্থাৎ দেবী দুর্গা এবছর হাতির পিঠে চড়ে ধরায় অবতীর্ণ হতে চলেছেন। যা শাস্ত্রানুযায়ী শুভ এবং অত্যন্ত শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। গজে আগমন কে ধরা বাসী অত্যন্ত শুভ মনে করেন কৃষির জন্য। অর্থাৎ ধরিত্রী কে শস্য শ্যামলা করার ক্ষেত্রে গজে আগমন কে বিশেষ ভাবে উপযোগী মনে করা হয়।

তবে দেবীর গমন এবছর হতে চলেছে দোলায়। মানে মহামারি কিংবা মরক এর যোগ দেখা দিতে পারে। কিন্তু আদৌ কি দেবী দশভুজার আগমন কিংবা গমন অশুভ ফল দায়ক ? বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, মহাকাব্য ও পুরাণ বিশেষজ্ঞ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মতে, দেবীর আগমন ও গমন কখনও অমঙ্গলের হতে পারে না। মা আসছেন। বাপের বাড়িতে কদিন থেকে ফিরে যাবেন। এই আসা কখনওই অমঙ্গলের সূচক হতেই পারে না। এদিকে অনেক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে যারা দোলা কিংবা ঘোরায় চরেন এমন কেউ অত্যন্ত পুন্যবান বা সুকর্ম করেছেন। অর্থাৎ সেই অর্থে দোলায় গমন শুভ। অর্থাৎ দেবীর আগমন বা গমন জাতেই হোক না কেন কোনটাই অশুভ নয়।

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **টি এম সি :** ২৩৭০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ :** ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১৬৮ ২৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আই জি এম :** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, **তরুন সংঘ :** ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। **শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন-** **৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা :** ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, **সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ -** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **ব্লু লোটাস ক্লাব-**৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমূহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার :** ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩৮-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৮৫, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, সিটি **কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া :** ৯৪৩৬১২৪৪৯২, **এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইণ্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি **বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫।

বয়সের ছাপ ?

মুখের চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে? কম বয়সেই। কিন্তু বুঝতে পারছেন না কেন? এই সমস্যা আপনার একার নয়, অনেকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তিরিশের আগে আগেই ঠোঁটের পাশে কিংবা চোখের চারপাশে দাগ পড়ছে। কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ছে। অকালেই বার্ধক্যের ছাপ দেখা দিচ্ছে চেহারায়। সময়ের আগেই আপনার চামড়া কুঁচকে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল যত্নের অভাব।

ভাবছেন তো রোজ ক্রিম মেখেও কেন হচ্ছে এই সমস্যা? অবাক হওয়ার কিছুই নেই। বরং দেখতে হবে, ত্বকের যত্ন নেওয়ার পদ্ধতিতে কোথায় ভুল হচ্ছে।

১) মেকআপ করা এবং তোলার পদ্ধতিতে অনেক সময়েই গোলমাল হয়ে থাকে। তার জেরে এমন সমস্যা দেখা দেয়। যেমন চোখ প্রায় কপালে তুলে কাজল পরা, মাসকারা বা আইলাইনার লাগানোর অভ্যাস অনেকের।

তার জেরে কপালের চামড়া কুঁচকে যায় বহু ক্ষেত্রে। মেকআপ তোলার সময়েও অনেকে এমন কাজ করে থাকেন। এমন রোজ চলতে থাকলে ভাঁজ পড়ে কপালে।

২) গরমকালে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ছাড়া বাড়ি থেকে না বেরোলেও শীতকালে অনেকেই সানস্ক্রিন মাখেন না। এই অভ্যাসের কারণেও কিন্তু ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করে। অতিবেগনি রশ্মি ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি করে।

৩) যে কোনও ছোটখাটো কথায় নানা রকম মুখভঙ্গি করেন? ভুরু কুঁচকে যায় কথায় কথায়? অথবা নাক-মুখ কুঁচকে হাসার অভ্যাস? এ সবের জেরেও ভাঁজ পড়ে চামড়ায়। বিশেষ করে কপালে এবং মুখের চারপাশে দাগ পড়ে যেতে পারে খুব কম বয়সে।

হিন্দু নারী এবং হিন্দু — সহধর্মিনীর প্রকৃত প্রকাশ শ্রীশ্রীমা

—আমাকে তোমার কি মনে হয় ? যে কালীমাতা মন্দিরে বিরাজিতা , তিনিই আমার পাশে উপবিষ্টা। —তোমার মধ্যে আমি সাক্ষাৎ জগদম্বাকে দেখতে পাই। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং শ্রীশ্রীমার উপরোক্ত কথোপকথনে শ্রীমার প্রকৃত স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছে । পরমপুরুষের প্রকৃত সহধর্মিনী ছিলেন শ্রীমা। ঠাকুর বলতেন , ‘ ওরে তোমার এত ছেলে হবে যে , সকলে মা মা বলে অস্থির করে তুলবে। ’ বর্তমানে শ্রী শ্রীমার জয়গানে বিশ্ব আজ মুখরিত। সারা বিশ্ব জুড়ে আজ তার স্বরণোৎসব চলছে। হিন্দু নারী এবং হিন্দু — সহধর্মিনীর প্রকৃত প্রকাশ শ্রীশ্রীমার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বিবাহিত হয়েও তিনি ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারিণী ; আবার ব্রহ্মচারিণী হয়েও গৃহিনী। তাঁর জীবন ছিল সরল , শুদ্ধ এবং প্রার্থনার নিবিড় নীরবতার মত শান্তিময় ও সাধনাময়।সারদা দেবী ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি হিন্দু ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের পত্নী ও সাধনাসঙ্গিনী এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘজননী। ভক্তগণ সারদা দেবীকে শ্রীশ্রীমা নামে অভিহিত করে থাকেন। রামকৃষ্ণ আন্দোলনের বিকাশ ও প্রসারে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রীমার সারাজীবনই অপার্থিব ঘটনায় পূর্ণ। বিশেষ করে তার অলৌকিক জন্মকাহিনী অপরের মনকে প্রভাবিত না করলেও তার বাবা — মার মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। শোনা যায় , বাবা — মা আজীবন কন্যাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ , সম্ভ্রমপূর্ণ স্নেহ দ্বারা লালন — পালন করেছেন। স্বয়ং জগজ্জননী মহামায়া তাদের কন্যারূপে পৃথিবীতে আবিভূর্ত হয়েছেন। এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। মা শ্যামাসুন্দরী তাই প্রায়ই বলতেন , ‘ মাগো , তুই আমার কে মা ? আমি কি তোকে চিনতে পারছি মা ? ’ উত্তরে কন্যা অন্যমনস্কভাবে বলতেন , ‘ কে আবার ? আমার কি চারটে হাত হয়েছে নাকি ? তাহলে তোমার কাছে আসব কেন ? ’ এই বিশ্বাসের মূলে ছিল সত্য — সত্যই এক অপূর্ব কাহিনী। একবার শ্যামাসুন্দরী বাড়ির পাশে একটি বেলতলায় শৌচে যান। এ সময় তিনি দেখেন একটি অপূর্ব সুন্দরী কন্যা বেল গাছ থেকে দশদিক আলো করে নিচে নেমে এল এবং তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অচৈতন্য হয়ে যান এবং জ্ঞানলাভ করার পর তিনি অনুভব করেন , যেন কন্যাটি , তার উদরে প্রবেশ করে। এ ঘটনার কিছুকাল পরেই বাবা রামচন্দ্র এরকমই একটি অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। ঠিক এর দশমাস পরে গর্ভাশ্রিতা দেবী ধরাতলে অবতীর্ণ হন। আর তিনিই হলেন শ্রীমা সারদামণি। প্রচন্ড দারিদ্রের কারণে তাদের সংসার সচ্ছল ছিল না। বাবা রামচন্দ্র যজন — যাজন , কৃষিকাজ আর বাক— সূত্র — রচনা করে জীবিকা অর্জন করতেন। কিন্তু এ দারিদ্র তাদের স্বাভাবিক চরিত্র — মাধুর্য্যকে অবনত করতে পারেনি। বাবা — মায়ের প্রথম সন্তান ছিলেন সারদামণি। তাই বাবার প্রতিটি কাজেই তিনি ছিলেন দক্ষিণহস্তস্বরূপা। শৈশবে বাবার সবকাজে সাহায্য করা , চাষের ক্ষেতে মজুরদের খাবার দিয়ে আসা , বাড়িতে গরুর ঘাস কাটা এবং ধান কাটার সময় ক্ষেতে গিয়ে আঁটি বাঁধা পর্য্যন্ত সব কাজ সারদা দেবী করতেন।

কৈশোরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বভাবের স্বরূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সাধারণত সারদা দেবী ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। বালসুলভ চপলতা তার ছিল না। তিনি যেন সবসময় আপনাতে আপনিই বিভোর হয়ে থাকতেন। দেব — দেবীর মূর্তি নিয়ে খেলা করতে ভালবাসতেন। ফুল — চন্দন দিয়ে মূর্তি সাজিয়ে তিনি একদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকতেন। সারদা দেবীর সেই সময়ের ধ্যানরতা মূর্তি যেন ভবিষ্যতের শ্রীমাব কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীমার প্রকৃতরূপ শৈশবেই বিকশিত হয়েছিল। শৈশবে লেখাপড়ার সুযোগ সারদা দেবী পাননি। তবুও সারদা দেবী ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীর কাছে কিছু কিছু পড়তে শিখেছিলেন। তা থেকেই তিনি রামায়ণ --- মহাভারত পাঠ করতেন। এছাড়া যাত্রা , কথকতা প্রভৃতি শুনে তার মধ্যে স্বাভাবিক ধর্মপ্রবণতা জাগ্রত হয়েছিল। শৈশবে শ্রীমার মধুর সরল স্বভাব তাঁকে সকলের স্নেহাস্পদা করে তুলেছিল। এভাবে সারদা দেবী ছয় বছর বয়সে পা দেবার সময়েই তাঁর বিয়ে হয়। এ সময়ে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স তখন চব্বিশ বছর। জগন্মাতার দর্শনলাভে আকুল এবং পাগলপ্রায় শ্রীরামকৃষ্ণকে সংসারে ফিরিয়ে আনবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মা শ্রীমার সঙ্গে তার বিয়ে দেন। ঠাকুর ও শ্রীমার বিয়ে সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ঘটনা শোনা যায়। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন , “ জয়রামবাটীতে আমার জন্য কন্যা ‘ কুটা — বাঁধা ’ হয়ে আছে। আবার বিয়ে বাড়িতে অনেক লোকের মধ্যে গদাধরকে দেখে নিতান্ত শিশু সারদামণি বলেছিলেন , ‘ আমি ওকেই বিয়ে করব। ’ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর এলে সারদামণির প্রথম পতিমিলন হয়। এ সময় তাঁর বয়স চৌদ্দ বছর মাত্র। সারদামণি সে সময় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্য্যে তাঁর মনে আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ পেতে লাগল । বিবাহিত জীবনে তাঁরা হলেন প্রকৃত সাধক — সাধিকা। দেবতূল্য পতির কাছে তিনি নবজীবন লাভ করলেন। দীক্ষিতা হলেন সহধর্মিনীর উৎকৃষ্ট আদর্শে। সাত মাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন ভজনে আত্মমগ্নতা ও উন্মত্ততা বিকৃতভাবে শ্রীমার কানে এলে তিনিও দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

কলকাতায় গঙ্গাস্নানের নাম করে বাবার সঙ্গে শ্রীমা অসুস্থ অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছালেন। দক্ষিণেশ্বরে আসার সময় আবার এক অপার্থিব ঘটনা ঘটে। শোনা যায় যে , পথিমধ্যে স্বয়ং মা জগন্মাতা তাঁকে দেখা দেন। দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর যত্নে সারদামণি সুস্থ হয়ে শাস্তড়ী মণির সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। এসময় স্বামীর সাহচর্য্যে তাঁর পত্নীত্ব শিষ্যত্বে পরিণত হয়েছিল। এসময়ে তার হৃদয়ে সাধিকার ভাব জাগ্রত হয়। শ্রীশ্রী ঠাকুর বলতেন , ‘ সারদার মন , তুষার ধবল , পবিত্র , কামগন্ধহীন না হলে আমার মন দেহভূমির্তে নেমে আসত কিনা কে জানে ? ’ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ফলহারিনী কালীপূজার রাতে সারদামণিকে কালীজ্ঞানে শ্রীশ্রী ঠাকুর পূজোও করেছিলেন। আর এখানেই শ্রীসারদামায়ের জীবনে চরম ও পরম সার্থকতা। এভাবেই প্রায় বহু বছর অতিবাহিত করবার পর স্বামীর কাছে থেকে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করেন এবং গৃহকর্মে মনোনিবেশ করেন। এর বছর দুয়েক পরেই আমাশয় রোগগ্রস্ত স্বামীর সেবার জন্য তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন। স্বামীকে সুস্থ করে শেষে নিজেও ঐ রোগে আক্রান্ত হন। শীর্ণদেহে তিনি আবার জয়রামবাটীতে ফিরে আসেন এবং সিংহবাহিনীর মন্দিরে পূজো দিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন। শোনা যায় , এ সময় তাঁর পুজোয় সিংহবাহিনী জাগ্রত হয়েছিলেন।

এভাবে সারদামণির জীবন পতির সেবা ও সাধনার মধ্য দিয়ে কেটেছিল। এ সেবায় যাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি না ঘটে , সেজন্য তিনি অধিকাংশ সময় দক্ষিণেশ্বরে নহবততলায় বাস করতেন। যদিও ঠাকুরের শিষ্যগণ তাঁকে আলাদা ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন , তাহলেও তিনি ঠাকুরের সেবায় বিয়ের সম্ভাবনায় আত্মসুখ পরিহার করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে সারদামণি সকালে ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে পূজো ও ধ্যানে বসতেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তার এই অভ্যাস অটুটই ছিল। এখানে থাকাকালে সারদামণি ঈশ্বর দর্শন লাভ করেন। ভাবসমাধি প্রভৃতির দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পেলেও শ্রীমা ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধ সাধিকা। সংসারের সব মানুষই তার কৃপা ছায়ায় স্নিগ্ধ শান্তি লাভ করত। সন্তানের দুঃখে তাঁর অন্তঃকরণে মাতৃস্নেহধারা বিগলিত হত ; তিনি শান্তির বারিধারা সঙ্গে নিয়ে সন্তানের কাছে তার কল্যাণ কামনায় ছুটে যেতেন। শোনা যায় , বাবা — মা আজীবন কন্যাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ , সম্ভ্রমপূর্ণ স্নেহ দ্বারা লালন — পালন করেছেন। স্বয়ং জগজ্জননী মহামায়া তাদের কন্যারূপে পৃথিবীতে আবিভূর্ত হয়েছেন। এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। মা শ্যামাসুন্দরী তাই প্রায়ই বলতেন , ‘ মাগো , তুই আমার কে মা ? আমি কি তোকে চিনতে পারছি মা ? ’ উত্তরে কন্যা অন্যমনস্কভাবে বলতেন , ‘ কে আবার ? আমার কি চারটে হাত হয়েছে নাকি ? তাহলে তোমার কাছে আসব কেন ? ’ এই বিশ্বাসের মূলে ছিল সত্য — সত্যই এক অপূর্ব কাহিনী। একবার শ্যামাসুন্দরী বাড়ির পাশে একটি বেলতলায় শৌচে যান। এ সময় তিনি দেখেন একটি অপূর্ব সুন্দরী কন্যা বেল গাছ থেকে দশদিক আলো করে নিচে নেমে এল এবং তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অচৈতন্য হয়ে যান এবং জ্ঞানলাভ করার পর তিনি অনুভব করেন , যেন কন্যাটি , তার উদরে প্রবেশ করে। এ ঘটনার কিছুকাল পরেই বাবা রামচন্দ্র এরকমই একটি অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। ঠিক এর দশমাস পরে গর্ভাশ্রিতা দেবী ধরাতলে অবতীর্ণ হন। আর তিনিই হলেন শ্রীমা সারদামণি। প্রচন্ড দারিদ্রের কারণে তাদের সংসার সচ্ছল ছিল না। বাবা রামচন্দ্র যজন — যাজন , কৃষিকাজ আর বাক— সূত্র — রচনা করে জীবিকা অর্জন করতেন। কিন্তু এ দারিদ্র তাদের স্বাভাবিক চরিত্র — মাধুর্য্যকে অবনত করতে পারেনি। বাবা — মায়ের প্রথম সন্তান ছিলেন সারদামণি। তাই বাবার প্রতিটি কাজেই তিনি ছিলেন দক্ষিণহস্তস্বরূপা। শৈশবে বাবার সবকাজে সাহায্য করা , চাষের ক্ষেতে মজুরদের খাবার দিয়ে আসা , বাড়িতে গরুর ঘাস কাটা এবং ধান কাটার সময় ক্ষেতে গিয়ে আঁটি বাঁধা পর্য্যন্ত সব কাজ সারদা দেবী করতেন। কৈশোরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বভাবের স্বরূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সাধারণত সারদা দেবী ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। বালসুলভ চপলতা তার ছিল না। তিনি যেন সবসময় আপনাতে আপনিই বিভোর হয়ে থাকতেন। দেব — দেবীর মূর্তি নিয়ে খেলা করতে ভালবাসতেন। ফুল — চন্দন দিয়ে মূর্তি সাজিয়ে তিনি একদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকতেন। সারদা দেবীর সেই সময়ের ধ্যানরতা মূর্তি যেন ভবিষ্যতের শ্রীমার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীমার প্রকৃতরূপ শৈশবেই বিকশিত হয়েছিল। শৈশবে লেখাপড়ার সুযোগ সারদা দেবী পাননি। তবুও সারদা দেবী ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীর কাছে কিছু কিছু পড়তে শিখেছিলেন। তা থেকেই তিনি রামায়ণ --- মহাভারত পাঠ করতেন। এছাড়া যাত্রা , কথকতা প্রভৃতি শুনে তার মধ্যে স্বাভাবিক ধর্মপ্রবণতা জাগ্রত হয়েছিল। শৈশবে শ্রীমার মধুর সরল স্বভাব তাঁকে সকলের স্নেহাস্পদা করে তুলেছিল। এভাবে সারদা দেবী ছয় বছর বয়সে পা দেবার সময়েই তাঁর বিয়ে হয়। এ সময়ে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স তখন চব্বিশ বছর। জগন্মাতার দর্শনলাভে আকুল এবং পাগলপ্রায় শ্রীরামকৃষ্ণকে সংসারে ফিরিয়ে আনবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মা শ্রীমার সঙ্গে তার বিয়ে দেন। ঠাকুর ও শ্রীমার বিয়ে সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ঘটনা শোনা যায়। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন , “ জয়রামবাটীতে আমার জন্য কন্যা ‘ কুটা — বাঁধা ’ হয়ে আছে। আবার বিয়ে বাড়িতে অনেক লোকের মধ্যে গদাধরকে দেখে নিতান্ত শিশু সারদামণি বলেছিলেন , ‘ আমি ওকেই বিয়ে করব। ’ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর এলে সারদামণির প্রথম পতিমিলন হয়। এ সময় তাঁর বয়স চৌদ্দ বছর মাত্র। সারদামণি সে সময় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্য্যে তাঁর মনে আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ পেতে লাগল । বিবাহিত জীবনে তাঁরা হলেন প্রকৃত সাধক --- সাধিকা। দেবতূল্য পতির কাছে তিনি নবজীবন লাভ করলেন। দীক্ষিতা হলেন সহধর্মিনীর উৎকৃষ্ট আদর্শে। সাত মাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন ভজনে আত্মমগ্নতা ও উন্মত্ততা বিকৃতভাবে শ্রীমার কানে এলে তিনিও দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে দুরারোগ্য কর্কট — রোগে আক্রান্ত স্বামীর চিকিৎসার জন্য শ্রীমা তার সঙ্গে শ্যামপুকুরে আসেন। এখানে তিনি ঐকান্তিক সেবায় স্বামীর কষ্টের লাঘব করেছিলেন সত্য , কিন্তু স্বামীকে পার্থিব মায়ায় আর বেঁধে রাখতে পারেননি। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যুগশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অমৃতলোকে যাত্রা করলেন। শোনা যায় , দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রী ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দেখা দিয়ে বৈধব্যবেশ ধারণ করতে নিষেধ করেন। সেজন্য শ্রীমা অবশিষ্ট জীবনে সরু লালপাড় শাড়ী আর বালা পরিধান করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর শোকতপ্ত হৃদয় নিয়ে শ্রীমা তীর্থভ্রমণে বের হন। ভারতের অনেক তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে শান্তির প্রলেপ হৃদয়ে নিয়ে তিনি পিত্রালয়ে ফিরে এলেন। এই তীর্থভ্রমণে তাঁর একমাত্র সাধনা ছিল যে , মানুষের দোষ যেন তিনি না দেখতে পান। তাঁর হৃদয় যেন জ্যোৎস্নার মত শুভ্র ও সুন্দর হয়। সত্যই সেই সাধনাবলে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তিধারণ করে শ্রীশ্রীমা লোককল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেন। এসময়ে তিনি অনেক সাধু --- সন্ন্যাসীকে মন্ত্রদীক্ষাও দান করেন।

কর্তৃপক্ষের জরুরি পদক্ষেপ ও সুদৃষ্টি কামনা করি

ফ্যাশন হিসেবে নিয়ে উঠতি বয়সীদের মধ্যে ই-সিগারেট ব্যবহার বাড়ছে। ই-সিগারেট উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো এ সকল পণ্য আকর্ষণীয় এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ফ্লেভার ব্যবহার করে থাকে। যা তরুণ ও উঠতি বয়সীদের আকর্ষণের মূল কারণ। টিসিআরসির তথ্যমতে, বাংলাদেশে ই-সিগারেট দোকানগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক গড়ে তোলা হয়েছে তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য।বস্তুত ই-সিগারেট একটি কৃত্রিম সিগারেট, যা আগুন ধরানো ছাড়াই টান দিলে ধোঁয়া বের হয়। বর্তমানে বাজারে ১৬,০০০ ধরনের স্বাদ/গন্ধযুক্ত ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টস পাওয়া যায়। ই-সিগারেট নেশা উদ্দীপক এবং মাদকাসক্তি সৃষ্টি করে। ভ্যাপিং ব্যবহারকারীদের শরীরে ডোপামিন নিঃসরণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মস্তিষ্কে প্রশান্তিদায়ক অনুভূতি দিতে থাকে। ফলে, ব্যবহারকারীর মস্তিষ্ক ভ্যাপারকে প্রশান্তিদায়ক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর থেকে এক প্রকার আসক্তি সৃষ্টি হয় ।ই-সিগারেটের তরল মিশ্রণ যেমন- প্রোপোলিন, গ্লিসারিন, পলিইথিলিন গ্লাইসল, বিভিন্ন ফ্লেভার ও নিকোটিন গরম হয়ে উৎপাদিত ফরমালডিহাইড মানুষের শরীরে রক্ত সঞ্চালন ক্ষতিগ্রস্ত করে। ই-সিগারেটের ধোঁয়া থেকে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ বের হয়ে আসে, তা অন্যান্য স্বাভাবিক তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যেও রয়েছে। তাই এর ক্ষতিকর প্রভাব আসল সিগারেটের চেয়ে কম নয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রচেস্টার বিশণবিদ্যালয়ের গবেষকরা বলেছেন, ই-সিগারেট থেকে নির্গত ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিকলস ফুসফুসের কোষগুলোতে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর হিটিং এলিমেন্ট সক্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষক্রিয়ার পথ সুগম হয় ।এই হিটিং এলিমেন্ট একটি তরল দ্রবণকে (ই-লিকুইড বা জুস) এরোসলে রূপান্তরিত করে। এর ফলে, উৎপন্ন যে বাষ্প নিশ্বাসের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে, তার মধ্যে বিভিন্ন হেভি মেটাল ও ন্যানোপার্টিকলসের রূপে বিবিধ কার্সিনোজেনিক পদার্থ থাকে। যা সরাসরি ফুসফুস, রক্ত প্রবাহ ও শরীরের অন্যান্য কোষেও আক্রমণ করে। ফলে, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেশি ।বাংলাদেশে বর্তমানে ই-সিগারেট ব্যবহার ১ শতাংশের কম হলেও উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ।ই-সিগারেট উৎপাদন, বাজারজাতকরণে আকর্ষণীয় ডিভাইস, রং ও বিভিন্ন স্বাদের ফ্লেভার যুক্তকরণ, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে প্রচারণা চালাচ্ছে। নাটক, সিনেমা, চলচ্চিত্রেও অহরহ ই-সিগারেট ব্যবহারের দৃশ্য প্রচার করা হচ্ছে। এ সকল ক্ষতিকর দ্রব্য অনলাইনে খুব সহজেই কিনতে পাওয়া যায়। ফলে, তরুণদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। অপরদিকে, বাংলাদেশকে ‘ই-সিগারেট হাব’ হিসেবে ব্যবহারে আমদানি আদেশ পাস ও বৈধতা দিতে সিগারেট কোম্পানিগুলোর দৌড়-ঝাঁপ এবং অপকৌশল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে আশঙ্কা রয়েছে যে, বিদ্যমান তামাকজনিত সমস্যাগুলোর সঙ্গে ই-সিগারেট মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হতে পারে। অনতিবিলম্বে ভ্যাপ, ই-সিগারেট, হিটেট টোব্যাকো বা ইমার্জিং টোব্যাকো আমদানি, উৎপাদন, বিক্রয়, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলে নতুন সমস্যা ঘাড়ে চাপার আগেই সমাধান এবং সার্বিক মঙ্গল বয়ে আনবে। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের জরুরি পদক্ষেপ ও সুদৃষ্টি কামনা করি।

ট্রাম্পের শুল্কবাণের মধ্যেই রুশ সংস্থাগুলিকে বাণিজ্যের জন্য আহ্বান জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি ঃ বুধবার মস্কোয় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর রুশ সংস্থাগুলিকে ভারতে 'আরও নিবিড় ভাবে' বাণিজ্যিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। বিদেশমন্ত্রী জানান, বিদেশি সংস্থাগুলির জন্য আরও অনেক রাস্তা খুলে দিতে চাইছে ভারত।ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কবাণের মধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক বোঝাপড়া আরও মজবুত করার বার্তা দিল ভারত। বুধবার মস্কোয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রুশ সংস্থাগুলিকে ভারতে 'আরও নিবিড় ভাবে' বাণিজ্যিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানালেন। নয়াদিল্লির অবস্থান ব্যাখ্যা করে বিদেশমন্ত্রী জানান, বিদেশি সংস্থাগুলির জন্য আরও অনেক রাস্তা খুলে দিতে চাইছে ভারত।বুধবার রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় ভারত-রাশিয়া 'বিজনেস ফোরাম'-এর আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন জয়শঙ্কর। আলোচনায় যোগ দেন রাশিয়ার উপ বিদেশমন্ত্রী ডেনিস মান্টুরভও। সেখানে জয়শঙ্কর বলেন, "ভারতে নগরায়ন এবং আধুনিকীকরণের জন্য নতুন নতুন জিনিসের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে রুশ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকেও আমরা এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।" এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রুশ সংস্থাগুলি জরুরি পণ্য, যেমন সার, রায়ায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করতে পারে বলে জানান জয়শঙ্কর।মস্কো সফরে গিয়ে ভারত-রাশিয়া মুক্ত বাণিজ্যচুক্তির জন্য ফের সওয়াল করেন জয়শঙ্কর। দ্রুত এই চুক্তি হওয়া উচিত বলে জানান তিনি। সে ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতাগুলি আর থাকবে না বলে আশাপ্রকাশ করেন জয়শঙ্কর। মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে জয়শঙ্করের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন রাশিয়ার উপ বিদেশমন্ত্রী মান্টুরভও। তিনি বলেন, "আমরা (ভারতে) তেল সরবরাহ অব্যাহত রেখেছি। প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করার সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমেরিকা এবং ইউরোপের বৃহৎ দেশগুলি রাশিয়ার উপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তার পরেও অবশ্য 'বন্ধু' রাশিয়ার কাছ থেকে অশোধিত তেল কেনা অব্যাহত রাখে ভারত। সে কারণে ভারতীয় পণ্যের উপর আপাতত ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। ভারত রাশিয়ার তেল কেনা অব্যাহত রাখলে অতিরিক্ত জরিমানা চাপানো হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে আমেরিকা। রাশিয়া অবশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, নয়াদিল্লির কাছে তেল বিক্রি করাও বন্ধ করবে না তারা।এর মধ্যেই সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের জন্য তেল কেনা শুরু করেছে ভারতের দুই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল এবং ভারত পেট্রোলিয়াম। ওই সূত্রের ভিত্তিতে রয়টার্স জানিয়েছে, স্বল্প ছাড় এবং মার্কিন হুমকির আবহে দুই সংস্থাই গত জুলাই মাসে তেল কেনা বন্ধ রেখেছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাশিয়া তেলে ছাড় বৃদ্ধি করায় আবার মস্কো থেকে তেল কেনা শুরু করেছে দুই ভারতীয় সংস্থা। যদিও তেল কেনা বন্ধ হয়েছিল বলে কোনও তথ্য সরকারি ভাবে অতীতে জানা যায়নি।

উপগ্রহ 'ছিনতাই'!

মহাকাশযুদ্ধকে নতুন মাত্রা দিল রাশিয়া, ভবিষ্যৎ রণক্ষেত্রের আভাস দিলেন পুতিন?

নয়াদিল্লি ঃ রুপোলি পর্দায় প্রথম 'স্টার ওয়ার্স' এসেছিল ১৯৭৭ সালে। সে সময় মহাকাশে যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল নিছক কল্পবিজ্ঞান! আর এখন আমেরিকা, রাশিয়া, চিনের গণ্ডি পেরিয়ে শত্রুর উপগ্রহ ধ্বংসের প্রযুক্তি রপ্ত করে ফেলেছে ভারতও।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গত ৯ মে যখন মস্কোর রেড স্কোয়্যারে বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করছিলেন, ক্রেমলিনের হ্যাকার বাহিনী তখন ব্যস্ত ছিল এক গোপন অপারেশনে। শত্রু দেশ ইউক্রেনকে টেলিভিশন পরিষেবা প্রদানকারী একটি উপগ্রহকে তার কক্ষপথেই ছিনতাই (হাইজ্যাক) করে ফেলেছিল তারা। মহাকাশ যুদ্ধবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ঘটনাকে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ বলে মনে করছেন 'স্পেস ওয়ার' বিশেষজ্ঞদের অনেকেই।

জলে, স্থলে, আকাশে যুদ্ধ হয়ে চলেছে অনেক বছর ধরেই। কিন্তু কার্যত মহাকাশে এখনও কোনও যুদ্ধ হয়নি। তবে গত কয়েক দশক ধরেই চলছে তার উদ্যোগ। আর সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এক প্রবল প্রতিযোগিতা মহাকাশে যুদ্ধ বাধলে তার জন্য কে কতটা প্রস্তুত থাকতে পারে। যদিও এর নেপথ্যের ভাবনাটা প্রায় অর্ধশতাব্দীর পুরনো! রুপোলি পর্দায় প্রথম 'স্টার ওয়ার্স' এসেছিল ১৯৭৭ সালে। সে সময় মহাকাশে যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল নিছক কল্পবিজ্ঞান! আর তা আটকে ছিল শুধু বইয়ের পাতাতেই। ছবির পরিচালক এবং নির্মাতা জর্জ লুকাস সেই বাঁধাধরা ছকটাকেই ভেঙে দিয়েছিলেন।

সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকার যে ঝুঁকি নিয়েছিল লুকাসফিল্ম, তা বিশ্ব জুড়ে নতুন উন্মাদনা তৈরি করেছিল। 'ভবিষ্যতের যুদ্ধ' নিয়ে এক কোটি ডলারে বানানো ছবি বক্স অফিসে ব্যবসা করেছিল প্রায় ৭৮ কোটি ডলারের! ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে যখন এউ সিরিজের সর্বশেষ ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল, তখন বিশ্বের প্রতিটি শক্তিশালী দেশই মহাকাশ প্রতিরক্ষার পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যস্ত। আর এখন? আমেরিকা, রাশিয়া, চিনের গণ্ডি পেরিয়ে শত্রুর উপগ্রহ ধ্বংসের প্রযুক্তি রপ্ত করে ফেলেছে ভারতও। এ বার রাশিয়া হাতেকলমে করে দেখাল উপগ্রহ ছিনতাই! ইউক্রেনের দর্শকেরা তাঁদের টিভিতে দেখতে পেলেন মস্কোর বিজয় দিবসের কর্মসূচি! ক্ষেপণাস্ত্র, গোলা বা আত্মঘাতী ড্রোন ব্যবহার না করে শত্রুশিবিরে কী ভাবে মনস্তাত্ত্বিক আঘাত হানা যায়, তা দেখিয়ে দিলেন পুতিন। বেশ কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত করে দিলেন ইউক্রেনের আমজনতা, এমনকি সেনাকেও। তথ্য বলছে, ১২ হাজারেরও বেশি সক্রিয় উপগ্রহ এখন পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরছে। কেবল আবহাওয়ার পূর্বাভাস, সম্প্রচার বা যোগাযোগের ক্ষেত্রেই নয়, সামরিক অভিযান, জিপিএসের মতো নেভিগেশন সিস্টেম, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাশিয়া দেখিয়ে দিল, নতুন যুগের মহাকাশযুদ্ধে উপগ্রহ ছিনতাইয়ের ঘটনা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে স্থবির করে দিতে পারে শত্রুশিবিরের জনজীবন। স্তব্ধ করে দিতে পারে বাণিজ্য।

এমন আশঙ্কার আঁচ অবশ্য এক দশক আগেই পেয়েছিল আমেরিকা। সেই মতো প্রস্তুতিও শুরু করেছিল পেন্টাগন। শেষ পর্যন্ত ২০১৯ সালের গোড়ায় মার্কিন উপগ্রহগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে মহাকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী। খবরে প্রকাশ, ওই বাহিনী একটি মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান পরিচালনা করে। যা গোপন সামরিক মিশন এবং মহাকাশ প্রতিরক্ষা গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়। এক্স-৩৭বি নামে পরিচিত এই যানটি কক্ষপথে এক বছরেরও বেশি সময় কাটানোর পর সম্প্রতি পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। পাশাপাশি, নাসার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক সিয়ান ডাফি সম্প্রতি চাঁদে একটি ছোট পরমাণু চুল্লি বসানোর পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে চিন এবং রাশিয়া চাঁদে পরমাণুকেন্দ্র বসানোর ঘোষণা করার পরেই ওই বার্তা এসেছে ওয়াশিংটনের তরফে। চাঁদে বিপুল পরিমাণ হিলিয়াম ৩ রয়েছে। পরমাণু বিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন, ওই হিলিয়াম ৩ বিপুল পরিমাণে শক্তি উৎপাদনের জন্য পরমাণু সংযুক্তিকরণে (ফিউশন) ব্যবহার করা যেতে পারে। পরমাণু যুদ্ধের পরবর্তী মহড়া কি তবে মহাকাশে হবে?

তোমার জন্য বৌকেও ছেড়ে দেব'! মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব প্রৌঢ়ের, প্রত্যাখ্যান করায় গাড়িসমেত হ্রদে ডুবিয়ে খুন

নয়াদিল্লি ঃ পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম রবি। তাঁর সঙ্গে শ্বেতা নামে এক মহিলার পরিচয় হয় কর্মস্থলে। রবি বিবাহিত। শ্বেতার বিবাহবিচ্ছিন্না। তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম রবি। তাঁর সঙ্গে শ্বেতা নামে এক মহিলার পরিচয় হয় কর্মস্থলে। রবি বিবাহিত। শ্বেতার বিবাহবিচ্ছিন্না। তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শ্বেতা তাঁর বাপেরবাড়িতেই থাকতেন। পুলিশ জানতে পেরেছে, শ্বেতা এবং রবির মধ্যে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক চলছিল। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে শ্বেতাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন রবি।

শ্বেতাকে তিনি বলেন, "তোমার জন্য বৌকেও ছেড়ে দেব।" তার পরই বিয়ের প্রস্তাব দেন তাঁকে। কিন্তু রবির সেই প্রস্তাব মানতে চাননি শ্বেতা। বেশ কয়েক বার তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন রবি। কিন্তু প্রতি বারই তাঁকে 'না' বলে দেন শ্বেতা। পুলিশ সূত্রে খবর, বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্ষুব্ধ হন রবি। কিন্তু সেই ক্ষোভ শ্বেতাকে বুঝতে দেননি। শ্বেতাকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন তিনি। শ্বেতাকে ঘোরাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকেন। তার পর তাঁরা দু'জনে গাড়ি নিয়ে বেরোন। চন্দ্রহাল্লি হ্রদের ধারে যান দু'জনে। তার পর আচমকাই রবি গাড়ি নিয়ে হ্রদে নেমে পড়েন। তিনি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও শ্বেতা বেরোতে পারেননি। গাড়িসমেত হ্রদের জলে ডুবে যান। স্থানীয়েরাই প্রথমে ঘটনাটি দেখে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে গাড়িটি উদ্ধার করে। তার ভিতর থেকে শ্বেতার দেহও উদ্ধার হয়।

গাড়ির সূত্র ধরে রবির হদিস মেলে। তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তখন তিনি দাবি করেন, গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হ্রদে পড়ে গিয়েছিল। তিনি সাঁতার জানতেন, তাই কোনও রকমে বেঁচে ফিরেছেন। কিন্তু রবির কথায় সন্দেহ হয় পুলিশের। শ্বেতার পরিবার খুনের অভিযোগ দায়ের করে। তার পরই গ্রেফতার করা হয় রবিকে।

ইসলামাবাদে চিনের বিদেশমন্ত্রী

ত্রিদেশীয় 'কৌশলগত জোটের' গুঞ্জন বৃদ্ধি করে একই সময়ে বেজিঙে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান

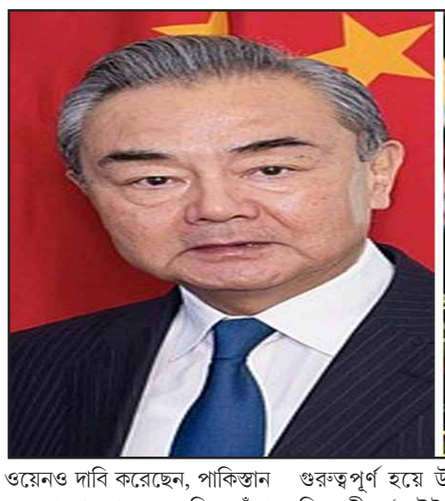

নয়াদিল্লি ঃ দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন আন্তর্জাতিক জোট তৈরির চেষ্টা করছে পাকিস্তান এবং চিন। সম্প্রতি ঢাকায় নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনও দাবি করেছেন, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা একটি ত্রিদেশীয় কৌশলগত জোট তৈরি করতে চান।বেজিং, ইসলামাবাদ এবং ঢাকার কূটনৈতিক সমীকরণ ঘিরে গুঞ্জনের মাঝেই চিন সফরে গেলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বৃহস্পতিবার সকালেই চিনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তিনি। ঘটনাচক্রে, ওয়াকার এমন এক সময়ে চিন সফরে যাচ্ছেন, যখন চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই পাকিস্তানে রয়েছেন। আবার আগামী শনিবার পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারের ঢাকা সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন আন্তর্জাতিক জোট তৈরির চেষ্টা করছে পাকিস্তান এবং চিন। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য বর্তমানে বহুদেশীয় গোষ্ঠী 'সার্ক' রয়েছে। কিন্তু প্রায় এক দশক ধরে 'সার্ক' প্রায় নিষ্ক্রিয়। এ অবস্থায় নতুন একটি আন্তর্জাতিক জোটে ঢাকাকেও কাছে টানতে চাইছে ইসলামাবাদ এবং বেজিং। সম্প্রতি ঢাকায় নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনও দাবি করেছেন, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা একটি ত্রিদেশীয় কৌশলগত জোট তৈরি করতে চান।পাকিস্তান এবং চিনের সঙ্গে ওই প্রস্তাবিত ত্রিদেশীয় জোটে যোগ দিতে আপত্তি রয়েছে ঢাকার। বেজিংকে বেশ কয়েক দফায় নিজেদের সেই অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। কখনও প্রকাশ্যে মত জানিয়েছে, কখনও কূটনৈতিক স্তরে বার্তা দিয়েছে। তবে ঢাকাকে এই জোটে সক্রিয় করতে কূটনৈতিক স্তরে চাপ তৈরি করে যাচ্ছে বেজিং। কূটনৈতিক এই সমীকরণের আবহে বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের চিন সফর আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও ত্রিদেশীয় 'কূটনৈতিক জোট' গঠনের বিষয়ে এই সফরে কোনও আলোচনা হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ওয়াকারের চিন সফরের বিষয়ে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ দফতর একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হচ্ছে, চিনের সামরিক এবং অসামরিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে ওয়াকারের। সামরিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হবে। ঘটনাচক্রে, ওয়াকার যখন চিন সফরে যাচ্ছেন, তখন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং রয়েছেন পাকিস্তানে। ভারত সফর শেষে আফগানিস্তান হয়ে বুধবারই ইসলামাবাদে পৌঁছেছেন ওয়াং। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন পাক বিদেশমন্ত্রী ইশাক। আগামী শনিবার আবার পাক বিদেশমন্ত্রীর ঢাকা সফরে আসার কথা রয়েছে।

পথকুকুর প্রসঙ্গে সাহায্য চাইতে যাই পাত্তা দেননি মুখ্যমন্ত্রী! দাবি ধৃতের

নয়াদিল্লি ঃ পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৭ অগস্ট রাজকোট থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন অভিযুক্ত। রাজকোট থেকে অহমদাবাদে পৌঁছান তিনি। সেখান মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী হয়ে দিল্লিতে যান রাজেশভাই। গত ১৯ অগস্ট নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পৌঁছেছিলেন তিনি।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তকে তাঁরই বাসভবনে প্রবেশ করে মারধরের ঘটনা কি কোনও পরিকল্পিত হামলা? আপাতত সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। ধৃত রাজেশভাই খিমজিভাই সাকারিয়া গত কয়েক সপ্তাহে ফোনে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন, তা-ও তদন্তের আওতায় রাখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত কয়েক সপ্তাহে যাঁদের সঙ্গে সাকারিয়া কথা বলেছিলেন, সেই তালিকায় ধৃতের চার বন্ধুও রয়েছে। তাঁদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছে পুলিশ।বুধবার সকালে দিল্লিতে নিজের সরকারি বাসভবনে আয়োজিত 'জনশুনানি'তে অভাব-অভিযোগ শুনছিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হঠাৎই ভিড়ের মধ্যে থেকে সাকারিয়া কাগজপত্র নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে যান। তার পর গালিগালাজ শুরু করেন। আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীর চুল টেনে ধরে চড় মারেন বলে অভিযোগ। তড়িঘড়ি অভিযুক্তকে ধরে ফেলে উপস্থিত জনতা। তার পর তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই ঘটনার পরে রেখার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তাঁকে 'জেড ক্যাটেগরি' নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন সিআরপিএফ জওয়ানেরা।ধৃত রাজেশভাইকে জেরা করে ঘটনা সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, জেরায় রাজেশের দাবি, পথকুকুর সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথায় পাত্তা দেননি। এর পরেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা করেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন অভিযুক্ত। তবে এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে দেখছেন তদন্তকারীরা। কারণ, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশটি দিয়েছিল, তা ছিল রাজধানী দিল্লি কেন্দ্রিক। কিন্তু অভিযুক্ত গুজরাতের রাজকোটের বাসিন্দা। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, এই প্রথম বার অভিযুক্ত দিল্লিতে যান। সে ক্ষেত্রে অভিযুক্তের দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত, তা যাচাই করে দেখছেন তদন্তকারীরা। সে ক্ষেত্রে এটি কোনও পূর্ব পরিকল্পিত হামলা কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।রাজকোটের বাসিন্দা রাজেশভাই দিল্লিতে কোথায় কোথায় ঘুরেছেন, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন আধিকারিকেরা। নজর রয়েছে অভিযুক্তের ফোন থেকে পাওয়া তথ্যের উপরেও। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ধৃতের চার বন্ধুর ভূমিকাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

গাজা থেকে প্যালেস্টাইনিদেরই উধাও করে দিতে চায় ইজরায়েল!

নয়াদিল্লি ঃ উপচে পড়ছে ত্রাণশিবির। অগত্যা খোলা রাস্তাতেই তাঁবু খাটিয়ে দিন গুজরান করতে হচ্ছে কয়েক লক্ষ পরিবারকে! দু'বছর আগেও যেখানে সার সার বাড়ি, দোকানপাট, কারখানা আর খেজুর-আঙুরের বাগান ছিল, সেখানে এখন শুধু কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপ এবং ঊষর প্রান্তর! গাজার ঠিকানাহারা প্যালেস্টাইনিদের থেকে এ বার সেটুকুও কেড়ে নিতে সক্রিয় হল ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। বুধবার নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রকাশিত একটি খবরে দাবি করা হয়েছে, গাজার বাসিন্দা প্রায় ২০ লক্ষ প্যালেস্টাইনিকে পাকাপাকি ভাবে আফ্রিকার দেশ দক্ষিণ সুদানে স্থানান্তরিত করতে সক্রিয় হয়েছে ইজরায়েল সরকার। যদিও বলপ্রয়োগ করে প্যালেস্টাইনিদের উৎখাতের অভিযোগ এড়াতে এই পরিকল্পনাকে 'স্বেচ্ছায় অভিবাসন' বলে চিহ্নিত করেছে তেল আভিভ। প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারিতে গাজা দখলের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানিয়েছিলেন, সেখানকার প্যালেস্টাইনদের স্থায়ী ভাবে প্রতিবেশী দেশগুলিতে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এ বার সেই ঘোষণাই কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছে নেতানিয়াহু সরকার।ঘটনাচক্রে, চলতি মাসেই নেতানিয়াহু জানিয়েছিলেন যে তিনি গাজায় সামরিক নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে চান। সেই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ছিল, "প্যালেস্টাইনিদের স্বেচ্ছায় ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।" প্রকাশিত খবরে দাবি, পরিকল্পনা কার্যকর করতে ইতিমধ্যেই আমেরিকা-সহ কয়েকটি দেশের সঙ্গে নেতানিয়াহু সরকারের আলোচনা চলছে। কিন্তু প্যালেস্টাইনি মুসলিমদের দক্ষিণ সুদানে স্থানান্তরিত করা হলে নতুন করে অশান্তি দানা বাঁধার আশঙ্কা রয়েছে।

ত্রিপুরার জনজাতিদের মধ্যে বিভেদ নয়, অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান প্রদ্যোতের

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরই আরেক রাজ্য নাগাল্যান্ডের উদাহরণ টেনে ত্রিপুরার জনজাতিদের একতা ও অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আবারও মুখ খুললেন তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠাতা তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা। আজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, নাগাল্যান্ডের নাগা সম্প্রদায় গত ২৫ বছর ধরে একত্রিত হয়ে নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ আদায়ের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে, তাঁরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধা পেতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরায় এখনও জনজাতিরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত এবং একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আক্ষেপ করেন তিনি। প্রদ্যোত বলেন, আমরা যদি নিজেদের মধ্যে লড়াই বন্ধ করে একজোট হই, তাহলে অনেক বেশি শক্তিশালীভাবে আমাদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারি। কারণ, জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কোনও একক দলের এজেন্ডা নয়। এটি গোটা জনজাতি গোষ্ঠীর প্রাপ্য। তিনি আরও বলেন, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি তাদের সংকল্প পত্রে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এডিসি এলাকায় জমি হস্তান্তর বিল পাস, সরাসরি অর্থ বরাদ্দ, সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনী বাস্তবায়ন প্রভৃতি। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে জনজাতি সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে উপকৃত হত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও সেই প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যকর হয়নি। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়নি। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারকে সংকল্প পত্র অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি।এই বিষয়ে ইতিমধ্যে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানান প্রদ্যোত। তাঁর মতে, এই দাবি ও উদ্যোগে বিজেপির জনজাতি মোর্চার সদস্যরাও সহমত পোষণ করবেন। তাই শীঘ্রই সকল রাজনৈতিক দলের জনজাতি নেতৃত্বকে একত্রিত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি যৌথ চিঠি পাঠানোর প্রস্তাব দেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, এটি কোনও রাজনৈতিক দলের স্বার্থের বিষয় নয়, বরং জনজাতি জনগণের মৌলিক অধিকার ও উন্নয়নের প্রশ্ন। তাই বিভেদ নয়, একতা হোক আমাদের হাতিয়ার। জনজাতি জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিয়ে প্রদ্যোত দেববর্মার এই আহ্বান নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নিজের দলে ভাঙ্গন ঠেকাতে মরিয়া প্রদ্যোত এখন জনজাতি বঞ্চনার তাস খেলবেন। একদিকে, শাসক জোট শরিক বিজেপির উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের হুশিয়ারী দিয়ে যাবেন। অন্যদিকে, নিজ দলে বিদ্রোহীদের দমাতে জনজাতি অংশের জনগণের কাছে ওই নেতাদের নেতিবাচক মানসিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। এখন দেখার বিষয়, তাঁর এই উদ্যোগ ত্রিপুরার জনজাতি রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে।

শান্তিরবাজারে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরিকে ধন্যবাদ সাংসদ বিপ্লবের

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। শান্তিরবাজার বাজার এলাকার দুই পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণের প্রস্তাব অবশেষে অন্তর্ভুক্ত হলো উদয়পুর-সাব্রুম জাতীয় সড়ক (এনএইচ-০৮)-এর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায়। আজ এ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকরিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। প্রসঙ্গত, গত ১ জুলাই শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত শান্তিরবাজার বাজার এলাকায় পরিকল্পিত ও টেকসই জল নিকাশী ব্যবস্থার দাবিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরিকে চিঠি লিখেছিলেন সাংসদ বিপ্লব দেব। ওই এলাকাটি বর্ষাকালে জলাবদ্ধতায় ভোগে। যার ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় বলে ওই

চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় উদয়পুর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত জাতীয় সড়ক ৮-এর সম্প্রসারণ ও মজবুত করার কাজের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরবাজার বাজার এলাকার (কেএম ৮২.০৯০ থেকে কেএম ৮২.৮৪০ পর্যন্ত) আরসিসি ড্রেন নির্মাণ প্রকল্পটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ঘোষণার পরই সাংসদ বিপ্লব দেব সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন, শান্তিরবাজার এলাকার দীর্ঘদিনের জল নিকাশী সমস্যার সমাধানে বড় পদক্ষেপ এটি। আমার অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরিকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ওই এলাকার সাধারণ মানুষ অনেকটাই স্বস্তি পাবেন। স্থানীয়দের মতে, শান্তিরবাজার বাজার অঞ্চলে সড়কের দুই পাশে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার কারণে বর্ষাকালে রাস্তায় জল জমে যায়। যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যান চলাচল মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। নতুন ড্রেন নির্মাণ হলে সেই সমস্যা অনেকটাই লাঘব হবে বলে আশাবাদী এলাকাবাসী। একটি দীর্ঘদিনের দাবি এবার সরকারি পরিকল্পনায় স্থান পাওয়ায় এলাকাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

বাংলায় সিপিএম-কংগ্রেস সম্পর্ক নিয়ে নতুন বিতর্ক

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন নির্বাচনের আগে আবারও সিপিএমের অভ্যন্তরে কংগ্রেস-যোগ নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। বুধবার রাজ্য কমিটির বৈঠকে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ একাধিক জেলার নেতারা খোলাখুলি জানালেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে লাভ নেই। তাঁদের অভিযোগ, বামফ্রন্টের প্রার্থীদের পাশে কংগ্রেসের ভোটাররা দাঁড়ান না। বর্ধমান পূর্ব, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের কয়েকজন জেলা নেতা সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের শীর্ষ নেতৃত্বকে। তাঁদের মতে, কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করলে বাম ভোট কংগ্রেসের দিকে সরে যায়, কিন্তু তার উল্টোটা ঘটে না। যদিও এ অভিযোগ নতুন নয়, অতীতেও দলীয় অন্দরে এই অভিযোগ একাধিকবার উঠেছে। প্রথম দিনের বৈঠকে দলের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. বেবির উপস্থিতিতেই এই সমালোচনা শুনতে হয় রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে। তবে শুধু সমালোচনা নয়, বৈঠকে উঠে

আসে বামফ্রন্ট শরিকদের অবস্থানও। ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আরএসপি স্পষ্ট জানিয়েছেন কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই আসন ভাগাভাগি চান তাঁরা। এমনকি ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে যে আসনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, সেই আসনগুলো ফের দাবি জানিয়েছে এই দুই শরিক দল। এদিন বামফ্রন্টের বৈঠকের রিপোর্টও রাজ্য কমিটির সভায় পেশ করেন সেলিম। সেখানে স্পষ্ট হয় একাংশ এখনো কংগ্রেস বা আইএসএফের সঙ্গে জোটে আগ্রহী। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনই। সেলিম জানিয়েছেন, যেখানে জোট হবে, সেখানে সাংগঠনিক প্রস্তুতি যাতে কোনভাবেই শিথিল না হয়, তার দিকে কঠোর নজর দিতে হবে। রাজনৈতিক মহলের মত, এই টানাপোড়েনের মধ্যেই পরিষ্কার হচ্ছে সিপিএমের অভ্যন্তরে কংগ্রেস-নীতি নিয়ে বিভাজন এখনও প্রবল। নির্বাচনী কৌশল ঠিক করতে গিয়ে এই বিভাজন কিভাবে সামলাবে আলিমুদ্দিন, সেদিকেই এখন নজর রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের।

দক্ষিণ জেলায় দুদিনের সফরে রাজ্যপাল

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। দক্ষিন জেলার দুদিনের সফরে আসেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। বৃহস্পতিবার সকালে সফরে এসে তিনি বিলোনিয়া সার্কিট হাউজ থেকে সোজা চলে যান বিলোনীয়া মহকুমা ঋষ্যমুখ বিধান সভার দক্ষিণ মতাই গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেখানে তিনি পঞ্চায়েতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার জনগনের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করা,কৃষকদের বিভিন্ন প্রকল্প, নিয়ে আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প গুলি কাজে লাগিয়ে পঞ্চায়েত স্তরের জনগন কতটুকু নিজেকে স্বাবলম্বী করতে পেরেছে, সে বিষয় গুলো নিয়ে সরাসরি জনগনের সাথে কথা বলেন। জনগনের সমস্যা সমাধানে দপ্তরের আধিকারিক দের সহযোগিতার কথা বলেন। আজকের সফরের মূল বিষয় পঞ্চায়েত স্তরের জনগনের সাথে মতবিনিময়। আলোচনা করেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, সেখান থেকে একটি পান ক্ষেত পরিদর্শন করেন। দুপুর দুটো নাগাদ তিনি ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের ঈশান চন্দ্র নগর পঞ্চায়েত এলাকার জনগনের সাথে মতবিনিময় করেন, সেখান থেকে রাজনগর ব্লকের বাতিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ডার এলাকা পরিদর্শন ও বাতিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের জনগনের সাথে মতবিনিময় করেন, তারপর তিনি চলে যান, রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জনগনের সাথে কথা বলেন সেখান থেকে বিসি নগর ব্লকের শান্তির বাজার মহকুমা একলব্য মডেল রেসিডেন্টসিয়াল স্কুল পরিদর্শন করে বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে আসেন সেখানে রাত্রি যাপন করেন।রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডী নাল্লুর এদিনের সফর সঙ্গী ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত সহ অন্যান্যরা। শুক্রবার সকাল বেলাতিনি সাব্রুমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন এবং সেখানে তিনি সাব্রুম মহকুমা বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করবেন এবং পঞ্চায়েতের জনগনের সাথে মতবিনিময় করে আগরতলার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবেন বলে ওনার সফর সূচী তে উল্লেখ করা আছে।

কবিগুরু স্কুলে ডিএনএ ক্লাবের উদ্যোগে আর্ট কম্পিটিশন

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। গন্ডাছড়া মহকুমার পি.এম শ্রী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ডিএনএ ক্লাবের উদ্যোগে আজ এক মনোজ্ঞ আর্ট কম্পিটিশনের আয়োজন করা হয়। এদিন বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র-ছাত্রী উৎসাহের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিভিন্ন থিমে নিজেদের শিল্পকলা তুলে ধরে ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের ডিএনএ ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক বিদ্যুৎ সরকার জানান, আর্ট কম্পিটিশনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভাকে বিকশিত করার পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবনা ও পরিবেশ সচেতনতার দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, আগামীকাল বিদ্যালয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। কুইজে মূলত বিজ্ঞান ও পরিবেশবিষয়ক প্রশ্নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ডিএনএ ক্লাবের পরবর্তী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ফিল্ড ভিজিটের আয়োজন। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। একই সঙ্গে বিদ্যালয় চত্বরে একটি ঔষধি গাছের বাগান তৈরিরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বাগান কেবল বিদ্যালয়কে পরিবেশবান্ধব করে তুলবে না, পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কিত জ্ঞানও বাড়াবে। শিক্ষক বিদ্যুৎ সরকার জানান, চলতি ২০২৪-২৫ শিক্ষা বর্ষে মোট ৫০টি বিদ্যালয় ডিএনএ ক্লাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বেআইনি কাজে যোগসূত্র, সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে এপাড়ে এসে বিএসএফের জালে ধরা পড়ল বিজিবি-র জওয়ান

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। ইন্দো-বাংলা ত্রিপুরা সীমান্তে পাচার বাণিজ্য এবং পাচারকারীদের সাহায্য করতে

গিয়ে বিএসএফের জালে ধরা পড়ল এক বিজিবি-র জওয়ান। সিপাহীজলা জেলায় মধুপুর থানাধীন কামথানা বিওপি-র বিএসএফ জওয়ানরা তাঁকে আটক করেছেন। সূত্রের খবর, আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিজিবির জওয়ান সশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ইন্দো-বাংলা ত্রিপুরা সীমান্তের জিরো পয়েন্টের প্রায় ১০০ মিটার ভেতরে প্রবেশ করেন। তাঁকে দেখেই বিএসএফের ৪৯ নং ব্যাটেলিয়ানের কামথানা বিওপি-র জওয়ানরা থামতে নির্দেশ দেন। কিন্তু, ওই বিজিবি জওয়ান বিএসএফের উপস্থিতি ও আদেশ শুনেই বাংলাদেশে পালাতে থাকেন। তবে, বিএসএফ জওয়ানরাও দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ভারতের সীমানায় আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। সূত্রের দাবি, সীমান্তে পাচার বাণিজ্য এবং পাচারকারীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই বিজিবি-র ওই জওয়ান সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সীমান্তে বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপের সাথেও তাঁর যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু, বিএসএফের কঠোর নজরদারির কারণে তিনি ধরা পড়েছেন। বিজিবি-র জওয়ানের বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশের ঘটনায় রাজ্য প্রশাসন গভীর চিন্তায় পড়েছে। সীমান্তে এমনিতেই বিএসএফের কঠোর নজরদারি রয়েছে। কিন্তু, আজকের ঘটনায় বিএসএফ আরও কঠোরভাবে নজরদারি চালাবে বলে স্থির করেছে। ত্রিপুরা প্রশাসন ইতিমধ্যে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে।

মাদ্রাসায় ছাত্রের আত্মহত্যার চেষ্ট

গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, ঘটনা চেপে যাওয়ার অভিযোগ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। বিশালগড় উত্তর রাউৎখলা মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রের আত্মহত্যার চেষ্টা করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ সকালে ওই ছাত্র গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। যদিও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আত্মহত্যার বিষয়টি অস্বীকার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে স্থানীয় সমাজ ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, ওই ছাত্রের আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর দ্রুত তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং ছাত্রের শারীরিক অবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি খুবই সংকটাপন্ন। অন্যদিকে, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমে দাবি করেছে, ওই ছাত্র কেবল অসুস্থ বোধ করায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং আত্মহত্যার ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা পুরো ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। প্রশাসনিক অনুসন্ধান হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা সত্য উদঘাটনে সহায়ক হবে। এই ঘটনার পেছনে সামাজিক ও শিক্ষাগত নানা কারণ থাকতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। ছাত্রের মানসিক স্বাস্থ্য এবং মাদ্রাসার পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযুক্ত কর্তৃপক্ষের গোপনীয়তা ও ঘটনা লুকানোর চেষ্টা পরিবারের ক্ষোভ বৃদ্ধি করেছে এবং পড়ুয়াদের মনোরোগ বিষয়ক সহায়তা নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে এবং পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালিয়ে আসছে। শিক্ষা ও সমাজের সকল স্তর থেকে সুস্থ ও নিরাপদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আবার জোরালোভাবে সামনে এসেছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।

সরকারি পোস্ট অফিসের মধ্যে বেআইনি ভাবে চুরি হচ্ছে বিদ্যুৎ

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। ডাক বিভাগের পোস্ট অফিসে বেআইনি বিদ্যুৎ সংযোগ কে ঘিরে চাঞ্চল্য। যেখানে দিকে দিকে বেআইনি বিদ্যুৎ সংযোগ রোধ করতে কোটি কোটি টাকা ঢেলে বিদ্যুৎ এর তার পাল্টে সংস্কার কাজ চালানো হচ্ছে , বিদ্যুৎ চুরি কমিয়ে আনার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তর সেখানে একটি সরকারি দপ্তরের থেকেই বিদ্যুৎ চুরির চিত্র সত্যিই লজ্জাজনক ঘটনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় গজারিয়াস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক বিভাগ পোস্ট অফিসে বেআইনিভাবে এই বিদ্যুৎ সংযোগ লক্ষ্য করা গেছে। এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় কেউ মুখ খুলতে নারাজ। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে ডাক বিভাগ পোস্ট অফিসে বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার জনপ্রিয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ কি ভূমিকা গ্রহণ করেন নাকি তার খেসারৎ ও দিতে হয় সাধারণ জনগণকেই সেটাই দেখার বিষয়।

আগর গাছ ক্রয় বিক্রয়কে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড হুরুয়া গ্রামে থানায় মামলা

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। আগর গাছ ক্রয় বিক্রয়কে কেন্দ্র করে উত্তর জেলায় ঘটে গেল এক দক্ষযজ্ঞ কান্ড। ঘটনা বৃহস্পতিবার দুপুরে ধর্মনগর মহকুমার কালাছড়া ব্লক এলাকার হুরুয়া গ্রামে। অভিযোগ, আগর গাছ কেনা—বেচা নিয়ে চোর সন্দেহে দুই যুবককে মারধর করে কিছু দুষ্কৃতী। এতে গুরুতর আহত হন আবুল ফজল ও জুবের আহমেদ নামে দুই যুবক।খবর পেয়ে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। একদল মানুষ কদমতলা থানায় জড়ো হয়ে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। পুলিশ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেয়।এর পর ঘটনায় আরো নাটকীয় মোড় নেয়। জানা যায়, মারধরের প্রধান অভিযুক্ত কালাছড়ার হুরুয়া এলাকার আব্দুল মালিক নদিয়াপুর শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের শিমুলটিলা এলাকার তার নিকট আত্মীয় কর্নাল আলি ওরফে বিল্লালের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেই খবর পেয়ে একদল যুবক সেখানে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়, মহিলাদের মারধর করা হয় এবং নগদ কয়েক লক্ষ টাকা লুটপাট করা হয়। এতে সায়েনা বেগম, রোছতানা বেগম, হামিদা বেগম সহ অন্তত ছয়জন আহত হন।পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত আব্দুল মালিককে আটক করে কদমতলা থানায় নিয়ে আসে।এদিকে কর্নাল আলি ওরফে বিল্লালের পরিবার চুরাইবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ক্ষতিপূরণ ও হামলাকারীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে।পরে নদিয়াপুর শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অযোধ্যা কান্ত দাস বলেন,ঘটনাটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এভাবে কারও বাড়িতে হামলা চালানো উচিত নয়। আইনের উপর আমাদের আস্থা রয়েছে, তদন্তেই প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে।অন্যদিকে কদমতলা থানায় আহত আবুল ফজল ও জুবের আহমেদের পক্ষ থেকেও অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।পুলিশ সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাস্তা সংস্কারের নামে জনগণকে হয়রানি করার অভিযোগ নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে

খবরে প্রতিবাদ, ২১ আগস্ট।। রাস্তা সংস্কারের নামে জনগণকে হয়রানি করার অভিযোগ উঠল এক নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে। সহস্রাধিক পরিবারের ব্যবহারের একমাত্র রাস্তাটি বন্ধ করে নির্মাণ কাজ চলতে থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। নির্মাণ সংস্থার সাইড ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান ভুক্তভোগীরা। জানা যায়, বিগত সপ্তাহখানেক ধরে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের টাটা মোটর সংলগ্ন স্থান থেকে গঙ্গানগর পর্যন্ত যে সাড়ে চার কিলোমিটার রাস্তাটি রয়েছে সেটির নতুন করে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে এই নির্মাণ কাজের বরাত পায় এসএস এন্টারপ্রাইজ। তারা কাজের শুরু থেকেই জনগণকে হেনস্থা ও হয়রানি করে যাচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। গ্রামবাসীরা জানান, রাস্তার পাশের জলের পাইপ লাইন কেটে পানীয় জল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের। তাছাড়া এই মূল সড়কটির মধ্যে কালভার্ট নির্মাণের নামে রাস্তাটি পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ পাশে বাঁকা পথে টমটম বা গাড়ি নিয়ে চলাচল করার জন্য একটি রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়নি ফলে গ্রামবাসীরা এমনকি স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী ও অসুস্থ লোকেরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না। এছাড়াও রাস্তা নির্মাণের জন্য মাটি কেটে পাশের পুকুর গুলোতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে চরম অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এরই প্রতিবাদে আজ তারা কাজের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজারদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সর্বোপরি কাজের গুণগত মান রয়েছে অতি নিম্নমানের। যেখানে একটি মূল সড়কের নির্মাণ করা কথা অত্যাধিক প্রযুক্তি ও ভারী রড ব্যবহার করে সেখানে আট ও দশ এমএম রড ব্যবহার করা হচ্ছে। যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য। একইভাবে পাশে গার্ড ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে আট এম,এম রড দিয়ে। গ্রামবাসীরা এর প্রতিবাদ জানান। এছাড়াও বক্স কালভার্ট গুলোর ভেতর ফাঁপা রয়েছে যা নিম্নমানের কাজের ধারক হিসাবে বহন রয়েছে। এভাবে পুরো রাস্তার কাজের চরম দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ করে গ্রামবাসীরা জানান,সঠিক কাজ না হলে তারা আগামী দিনে রাস্তা অবরোধ করবেন।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751